দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa

Get the latest deals for Cor
Click here!

ট্রাইকো কমপোস্ট ও ভেষজ বালাই নাশকের ব্যবহার...

শাজাহানপুরে ফসলের ব্যাপক ফলন আশাবাদী হয়ে উঠেছেন চাষিরা

সাজেদুর রহমান সবুজ, শাজাহানপুর (বগুড়া) : বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) উদ্ভাবিত ট্রাইকো কমপোস্ট ও ভেষজ বালাই নাশক ব্যবহারে ব্যাপক ফলন পাওয়ায় শাজাহানপুরের কৃষকেরা পরিবেশ বান্ধব এই কৃষি উপকরণের বিষয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। পরিবেশ বান্ধব, তুলনামূলক দাম কম ও ফসলের ফলন বেশি হওয়ায় কৃষকদের মনোভাব পরিবর্তনের প্রধান কারণ বলে জানা গেছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে কৃষকেরা নতুন উদ্ভাবিত জৈব সার ও ভেষজ বালাই নাশকের প্রতি ঝুঁকছেন। উপজেলার বড়পাথার ভেষজ বালাই নাশক উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেছেন। দেড় বছর আগে স্থাপিত এ কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত 'করতোয়া ট্রাইকো কমপোস্ট ও ভেষজ বালাই নাশক' উৎপাদিত হচ্ছে। আর এগুলো দেদার ব্যবহার হচ্ছে পটোল, মরিচ, বেগুন, মুলা, কপি, টমেটো, করল্লা, পালং শাক, সিম, পিঁয়াজ, লালশাক ইত্যাদি চাষে। এছাড়া ধান, ভুট্টা ইত্যাদি দানাদার ফসল চাষেও বেশি ফলন পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব, লাভজনক ও মাটি বাহিত রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর উল্লেখ করে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের

গ্রামের কৃষক আব্দুস সাত্তার এ বছর ১ বিঘা পটোলের জমিতে ট্রাইকো কমপোস্ট সার ব্যবহার করে ব্যাপক ফলন পেয়েছেন। তিনি জানান, ১ মাস পর পর পটোলের মাচায় সার দিতে হয়। এতে প্রতি শতক জমিতে ২ কেজি রাসায়নিক সার দিতে অন্তত ৫০ টাকা খরচ হয়। অপরদিকে প্রতি শতক জমিতে ২ কেজি ট্রাইকো কমপোস্ট সার দিতে খরচ হয় মাত্র ৩০ টাকা। একইভাবে প্রতি ৫ শতক সবজির জমিতে কীটনাশক দিতে খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কিন্তু ভেষজ বালাই নাশক প্রয়োগে খরচ হয় মাত্র ১০ টাকা। শুধু আব্দুস সাত্তারই নয় উপজেলার বৃ-কুষ্টিয়া গ্রামের ফরিদুল ইসলাম, ডা. আব্দুল মান্নান, কামারপাড়া গ্রামের হাফিজার সরকার, আতাহার মেম্বার, সুমন, খলিল, আকতার, দহিকান্দি গ্রামের বাক্কা মিয়া, ছাইফুল ইসলাম, বেলাল হোসেন, বিহিগ্রামের ফয়সাল, আবির, ফজলু, বড়পাথার গ্রামের সহিদুল, মোস্তালেব, আব্দুল কাফি, জাহিদুর, বিরিকুল্যা গ্রামের মাওলানা মোজাহার আলী, জয়ন্তিবাড়ি গ্রামের আব্দুর রহমান, সুজাবাদ গ্রামের আবু তালেব হান্নান মেম্বার, বোহাইল গ্রামের জাহিদুরসহ অনেক কৃষকই ট্রাইকো কমপোস্ট ও ভেষজ বালাই নাশক ব্যবহার করে ব্যাপক ফলন পেয়েছেন। আর এ সবের মূলে রয়েছেন কামারপাড়া গ্রামের ডা. সালেকুর রহমান। তিনি আরডিএ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ট্রাইকো কমপোস্ট ও পরিচালক একেএম জাকারিয়া জানিয়েছেন, আমরা উদ্ভব করেছি। মাঠে পরীক্ষাও সম্পন্ন করেছি। কৃষকদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। এখন সর্বত্র এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে দেশের মানুষ নতুন উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তির সুবিধা পাবেন। ট্রাইকো কমপোস্ট কারখানার মালিক ডা. সালেকুর রহমান জানিয়েছেন, সহজলভ্য কাঁচামাল ও উৎপাদন পদ্ধতি সহজ হওয়ায় যে কোন কৃষক তার প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি করতে পারবেন। এটি তৈরিতে দরকার হয় ৩ ফুট ব্যাস ১ ফুট উচ্চতার ইট-সিমেন্টেরও টি রিং দিয়ে তৈরি হাউজ এবং কয়েকটি জৈব উপাদান। এগুলো হলো গোবর, কাঠের গুঁড়া, মুরগির বিষ্ঠা, কচুরিপানা, ছাই, নিমপাতা, ট্রাইকোডার্মা (অনুজীব), চিটা গুড় এবং ভুট্টা ভাঙ্গা। একটি সমতল জায়গায় উপাদানগুলো একটির উপর আরেকটি স্তরে স্তরে বিছিয়ে দিয়ে ভালোভাবে মিশানো হয়। এরপর হাউজের মধ্যে মিশ্রিত উপাদানগুলো রেখে টিনের চালা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। জৈব উপাদান গুলোর পচন ক্রিয়া শুরু হলে গ্যাস উৎপন্ন হয়। ৫/৭ দিন পর পর কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করলে গ্যাস বের হয়ে যাবে। অন্যথায় গ্যাসের চাপে মিশ্রিত উপাদানগুলো হাউজ উপচে পড়ে যাবে। এভাবে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি হয়।